অমর একুশে

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

বিশেষ ক্রোড়পত্র | বৃহস্পতিবার ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ● সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

মহান 'শহিদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ২০১৯ উপলক্ষে আমি বাংলাভাষীসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণ ও জাতিগোষ্ঠীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি মাতৃভাষা বাংলার অধিকার আদায়ে জীবন উৎসর্গকারী ভাষা শহিদ রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা শহিদদের। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবিতে গঠিত 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর নেতৃত্ব দেন এবং কারাবরণ করেন। আমি স্মরণ করি সকল ভাষা সংগ্রামীকে, যাঁদের দূরদৃষ্টি, অসীম ত্যাগ, সাহসিকতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। বাঙালি পায় মাতৃভাষার অধিকার।

ভাষা আন্দোলন ছিল আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব জাতিসত্তা, স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও আন্দোলন। অমর একুশের অবিনাশী চেতনা-ই আমাদের যুগিয়েছে স্বাধিকার, মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে অফুরন্ত প্রেরণা ও অসীম সাহস। মেহনতি মানুষের রক্তঝরা পথ বেয়েই অর্জিত হয় মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতি এবং এরই ধারাবাহিকতায় আসে বাঙালির চিরকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, বার নেতৃত্ব দিয়েছেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

মাতৃভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ বিশ্বে বিরল ঘটনা। ১৯৯৯ সালে কফেকজন মাতৃভাষাপ্রেমী বাঙালির প্রাথমিক উদ্যোগে এবং সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বজন্মসুলভ আগ্রহ ও ঐকান্তিক চেষ্টায় জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ ছিল বাঙালি হিসেবে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। যথাযথ চর্চা, সংরক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বিশ্বে আজ বহু ভাষা ও সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। নিজস্ব মাতৃভাষার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের পাশাপাশি বহুভাষিক শিক্ষার মাধ্যমে টেকসই ভবিষ্যৎ অর্জন করতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

বিশ্বের বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলোর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক আগ্রহে ২০০১ সালে ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া দেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে তাদের নিজস্ব ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ইউনেস্কো ২০১৯ সালকে International Year of Indigenous Languages হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং এ বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'Indigenous languages matter for development, peace building and reconciliation' যা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ও কৃষ্টি সংরক্ষণে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অমর একুশের চেতনা আজ অনুপ্রেরণার অবিরাম উৎস। এ চেতনাকে ধারণ করে পৃথিবীর নানা ভাষাভাষী মানুষের সাথে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হোক, বুলুপ্রায় ভাষাগুলো আপন মহিমায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে উজ্জীবিত হোক, গড়ে ওঠুক নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য বিশ্ব- মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এ কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরঞ্জীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

আমাকে কী মাল্য দেবে, দাও

নির্মলেন্দু গুণ

তোমার পায়ের নিচে আমিও অমর হবো,
আমাকে কী মাল্য দেবে, দাও।

এই নাও আমার যৌতুক, এক-বুক রক্তের প্রতিজ্ঞা।
ধুয়েছি অস্থির আত্মা শ্রাবণের জলে, আমিও প্লাবন হবো,
শুধু চন্দনচর্চিত হাত একবার বোলাও কপালে।
আমি জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে উড়াবো গাভীর,
তোমার পায়ের কাছে নামাবো পাহাড়।
আমিও অমর হবো, আমাকে কী মাল্য দেবে, দাও?

পায়ের আঙুল হয়ে সারাক্ষণ লেগে আছি পায়ে,
চন্দনের ঘ্রাণ হয়ে লেগে আছি কাঠের ভিতরে।
আমার কীসের ভয়?
কবরের পাশে থেকে হয়ে গেছি নিজেই কবর,
শহীদের পাশে থেকে হয়ে গেছি নিজেই শহীদ,
আমার আঙুল যেন শহীদের অজস্র মিনার হয়ে
জনতার হাতে হাতে গিয়েছে ছড়িয়ে।
আমার কীসের ভয়?
তোমার পায়ের নিচে আমিও অমর হবো,
আমাকে কী মাল্য দেবে, দাও।

এই দেখো অন্তরাত্মা মৃত্যুর গর্ভে ভরপুর;
ভোরের শেফালি হয়ে পড়ে আছি ঘাসে।
আকন্দ-বুলবুল নয়, রফিক-সালাম-বরকত-আমি;
আমারই আত্মার প্রতিভাসে এই দেখো আগ্নেয়গ্রহ,
কোমরে কার্তুজ, অস্থি ও মজ্জার মধ্যে আমার বিদ্যুৎ,
উন্মত্ত কপাল জুড়ে যুদ্ধের এ-রক্তজয়টিকা।

আমার কীসের ভয়?
তোমার পায়ের নিচে আমিও অমর হবো,
আমাকে কী মাল্য দেবে, দাও।

লড়াকু ভাষা থেকে রাষ্ট্রভাষা

আবদুল গাফফার চৌধুরী

একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস। ভাষা শহিদ দিবস। বহুকাল দিনটি ছিল বাংলাদেশের একটি জাতীয় দিবস। এখন এটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সারাবিশ্বে পালিত হয় দিবসটি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দেওয়ার পর বাংলা আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে। উপমহাদেশের আর দুটি প্রধান ভাষা হিন্দি ও উর্দুতে জাতিসংঘে কেউ ভাষণ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।

পাকিস্তানে যিনি উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিলেন, সেই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে প্রথম ভাষণই দিয়েছিলেন ইংরেজিতে। ১৯৪৭ সালের পনেরই আগস্ট রাতে ভারতের স্বাধীনতালাভের মাহেন্দ্রক্ষণে দিল্লির লালবাগ কেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী জওহরের লাল নেহেরু প্রথম ভাষণটি দিয়েছিলেন ইংরেজিতে। উপমহাদেশে একমাত্র বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতা ঘোষণা, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ এবং জাতীয় সংসদে প্রথম ও সকল ভাষণই দিয়েছেন বাংলায়। জাতিভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তার উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। কেননি জাতিভিত্তিক জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাও তিনি।

এক বিদেশি সাংবাদিক বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "শেখ মুজিব শুধু ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেননি, সেই জাতাটিকেও আন্তর্জাতিক মর্যাদায় উন্নীত করে দেছেন। বাঙালিদের এই ভাষা আন্দোলন থেকেই তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের শুরু। অবশেষে সেই রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠা"- এই পর্যালোচনাটি সঠিক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের যেমন পূর্বাপর ও সঠিক ইতিহাস এখন পর্যন্ত লেখা হয়নি, তেমনি ভাষা আন্দোলনেরও হয়নি। যে ক'টি প্রকাশিত হয়েছে, তা পূর্ণাঙ্গ এবং পক্ষপাতমুক্ত নয়।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন তার ইতিহাসের একটি রক্তাক্ত অধ্যায়। তার আগেও বাংলা ভাষার প্রশ্নে বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক নেতাদের অনেকে নানা চিন্তাভাবনা করেছেন এবং তা নিয়ে আলোচনা, তর্কবিতর্ক হয়েছে। দূর অতীতের দিকে না তাকাতে চাইলে সাম্প্রতিক অতীতের দিকে তাকালেও দেখা যাবে ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সঙ্গে বাংলা ভাগের আগে আবুল হাশেম, শরৎবসু ও সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে যে স্বাধীন যুক্ত বাংলা (পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ এবং আসামের কাছাকাছে ও ত্রিপুরাসহ) গঠনের প্রস্তাব ওঠেছিল অথচ ঘোষণা করা হয়েছিল প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের ভাষাটা হবে জাতীভিত্তিক। ধর্মভিত্তিক নয়। রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা।

এই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ১৯৪৭ সালের শেড়ার দিকে কলকাতায় মুসলীম লীগের মুখপত্র 'সাপ্তাহিক মিল্লাত' পত্রিকার অফিসে নিখিল বঙ্গ মোসলেম ছাত্রলীগের এক আলোচনাসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জোর দাবি জানান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তার রাষ্ট্র কাঠামো কী ধরনের হবে তার কোনো স্পষ্ট ধারণা জিন্নাহ দেননি। দিতে চাননি। তখন মুসলিমপন্থি দৈনিক আজাদের সাংবাদিক মুজীবুর রহমান খাঁ 'পাকিস্তান' একটি বিশাল বই লেখেন। তাতে তিনি জানান, উর্দু পাকিস্তানের 'লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা' হবে। পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি কাজকর্মের ভাষা হবে বাংলা।

পূর্ব পাকিস্তানের মুসলীম লীগের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। নতুন নোট টাকা, দশ টাকা নোট, দলিল দস্তাবেজ শুধু উর্দুতে ছাপানো শুরু হয়। শিক্ষার মাধ্যম উর্দু করার প্রস্তাব ওঠে শিক্ষা কমিশনের বৈঠকে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোহাম্মদ ওয়াজেফ আলী, ড. এনামুল হক তার প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন। তার আগে গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ ঢাকায় এসে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন, এই ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জানান শেখ মুজিব, নইমুদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ তখনকার ছাত্র নেতারা। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলন শুরু করে এবং ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ১১ মার্চ পালিত হয় ভাষা আন্দোলন দিবস হিসেবে।

প্রথমে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দাবি ছিল বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষা করার। সরকারের দমননীতির মুখে এই দাবি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করাতে রূপান্তরিত হয়। শেখ মুজিব ও অলি আহাদ পৃথক বিবৃতিতে বলেন, "বাংলাকে রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে চুক্তি করার পরও তা ভঙ্গ করায় এখন আমাদের দাবি বাংলাকে সারা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার। এ দাবি থেকে আমরা নড়বো না।"

পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব তুলে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী কর্তৃক তিরস্কৃত হন। একই সঙ্গে ভাষার দাবিতে জোরালো দাবি তোলেন তমদ্দুন মজলিশের নেতা অধ্যাপক আবুল কাশেম। বায়ান্নর ফলিবর্ষণ এবং সালাম, জব্বার, রফিক, বরকত শহিদ হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু (আগে বঙ্গবন্ধু খেতাব পাননি) জেলে বসে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট শুরু করেছিলেন এবং জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর ১৯৫৩ সালে ভাষা দিবসের বিশাল মিছিলে মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে যুক্তভাবে নেতৃত্ব দেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পোড়ার দিকে মুসলীম লীগ সরকার তাদের বাংলা ভাষাবিরোধী চক্রান্তের অংশ হিসেবে আরবি হরফে বাংলা লেখার যে উদ্যোগ দেন, তিনি তার তীব্র বিরোধিতা করেন। আবার আইয়ুব আমলে যখন রোমান হরফ বাংলায় প্রবর্তন করে রোমান বাংলা ভাষা প্রচলনের চক্রান্ত শুরু হয়েছিল তখন শহিদ মুনীর চৌধুরীকে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরুর কাজে সহায়তা দেন।

আইয়ুব সরকার প্রচার শুরু করেছিল, বাংলা এমন অনাধুনিক ভাষা যেটা টাইপ রাইটারে ব্যবহার করা যায় না। মুনীর চৌধুরী তার মুনির অপটিমা টাইপ রাইটার তৈরি করে দেখিয়ে দেন বাংলা হরফ শুধু টাইপ রাইটারে নয়, আধুনিক প্রযুক্তির যে-কোনো ব্যবস্থায় ব্যবহার করা যাবে। শেখ মুজিব রোমান বাংলা প্রচলনের উদ্যোগকে বাংলা ভাষা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আরেকটি বড়ো ষড়যন্ত্র আখ্যা দেন এবং মুনীর চৌধুরীর নেতৃত্বে পরিচালিত এই ষড়যন্ত্র রোখার আন্দোলনে সমর্থন ও সাহায্য জোগান।

ভাষা আন্দোলনের পাশাপাশি শুরু হয়েছিলো 'দুই অর্থনীতির আন্দোলন' অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য আলাদা অর্থনীতি। বঙ্গবন্ধু 'নতুন দিন' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন। এর সম্পাদক করা হয়েছিল কবি জুলফিকারকে। এই পত্রিকায় ভাষা আন্দোলন ও দুই অর্থনীতির আন্দোলন- এই দুই আন্দোলনেই জোরালো সমর্থন দেওয়া হয়। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক আইন জারী করে ক্ষমতা দখল করে এবং রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে, রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার করে। বঙ্গবন্ধুও গ্রেফতার হন। তাঁর নতুন দিন পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

প্রচণ্ড আন্দোলনের মুখে ১৯৫৫ সালে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, তখন বাংলাকে দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আইয়ুব ক্ষমতায় এসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নতুন কৌশল গ্রহণ করেন। তার সরকার বাংলা হরফ বদল করে তাতে রোমান হরফ প্রবর্তনের প্রস্তাব দেয়। রবীন্দ্র সংগীত বর্জনের ব্যবস্থা করে। স্কুল পাঠ্যপুস্তক থেকে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখা বাদ দেওয়ার পর্ব শুরু হয়।

আইয়ুব সরকারের অনুগ্রহভোগী একদল বাঙালি বুদ্ধিজীবীর দ্বারা ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় বঙ্কিম, শরৎ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকদের লেখা পূর্ব পাকিস্তানে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলা হয় এবং বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে তাদের দ্বারা কিছু বই পোড়ানো হয়। একমাত্র বঙ্গবন্ধু এই বাংলা বই পোড়ানোর প্রকাশ্য প্রতিবাদ জানান এবং দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে হিটলারের জার্মানিতে টমাসম্যানসহ শ্রেষ্ঠ জার্মান সাহিত্যিকদের বই পোড়ানোর সঙ্গে এর তুলনা করা হয়।

১৯৫৯ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করার পর তাজমুদ্দিন বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে আতাউর রহমান মন্ত্রিসভার সদস্য থাকাকালে বঙ্গবন্ধু হিন্দি ও উর্দু ছবির একচেটিয়া গ্রাস থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে মুক্ত করা এবং বাংলা ছবি নির্মাণের জন্য ঢাকায় ভিল্লা ভেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (একডিসি) প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলা ভাষার এই সংগ্রামের ইতিহাস হাজার বছরের। সেই প্রাচীন বৌদ্ধ যুগ থেকে। শেষ পর্যন্ত বহু যুগের লড়াই শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মলাভের পর এই লড়াকু ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়ে একে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় উন্নীত করেন। তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে ইউনেস্কোর মাধ্যমে একুশের ভাষা দিবসকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে উন্নীত করেছেন। সারাবিশ্বে এই দিবসটি এখন পালিত হয়। বাংলা এখন বিশ্ব সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ ভাষা। শেখ হাসিনা সরকারের চেষ্টা -এটিকে বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ ব্যবহারিক ভাষা করে তোলার। □

লন্ডন, ১৮ ফেব্রুয়ারি সোমবার ২০১৯

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলাসহ বিশ্বের সকল ভাষা ও সংস্কৃতির জনগণকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জীবনে শোক, শক্তি ও গৌরবের প্রতীক। ১৯৫২ সালের এ দিনে ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গ্রাণ দিয়েছিলেন রফিক, শফিক, জব্বার, বরকত, সফিউদ্দিন, সালামসহ আরও অনেকে।

এ দিনে আমি ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। শ্রদ্ধা জানাই বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সকল ভাষা সৈনিকের প্রতি।

১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ, তমদুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১১ মার্চ ১৯৪৮ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট ডাকে। এদিন সচিবালয়ের সামনে থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেক ছাত্রনেতা গ্রেফতার হন। ১৫ মার্চ তাঁরা মুক্তি পান। ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি তিনি মুক্তি পান। ১৯ এপ্রিল আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জুলাই মাসের শেষে তিনি মুক্তি পান। ১৪ অক্টোবর ঢাকায় বঙ্গবন্ধুকে আবারও গ্রেফতার করা হয়। কারাগার থেকেই তাঁর নির্দেশনায় আন্দোলন বেগবান হয়। সেই পূর্বায় আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শাসকগোষ্ঠীর জারী করা ১৪৪ ধারা ভাঙতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন ভাষা শহিদেরা।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি সেই রক্তাক্ত গৌরবের সুর বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আজ বিশ্বের ১৯৩টি দেশের মানুষের প্রাণে অনুরণিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কানাডা প্রবাসী সালাম ও রফিকসহ কয়েকজন বাঙালি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ সরকার এ বিষয়ে জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপন করে। যার ফলে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আজ সারাবিশ্বের সকল নাগরিকের সত্তা ও ন্যায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রেরণার উৎস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

বিশ্বের ২৬ কোটিরও বেশি মানুষের ভাষা বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য আমরা ইতোমধ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দাবি উত্থাপন করেছি। আমরা বিশ্বের সকল ভাষা সংরক্ষণ গবেষণা ও ভাষা সংরক্ষণের জন্য 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেছি।

একুশের চেতনা ও মুজিযুদ্ধের মূল্যবোধকে ধারণ করে গত ১০ বছরে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, কুটনৈতিক সাফল্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ প্রতিটি সেক্টরে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের 'রোল মডেল'।

সদ্য সমাপ্ত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে বিপুলভাবে বিজয়ী করেছেন। আমাদের ওপর দেশের মানুষ যে দৃঢ় আস্থা রেখেছেন, আমরা তার পরিপূর্ণ মূল্যায়ন করব। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের আগেই উন্নত দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

আসুন, মহান একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরঞ্জীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বিশেষ ক্রোড়পত্র বৃহস্পতিবার ১০ জানুয়ারি ২০১৯

অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ◆ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

আজ ঐতিহাসিক ১০ জানুয়ারি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। দীর্ঘ ৯ মাস ১৪ দিন পাকিস্তানের নিষ্ঠুরগুহার কারাগারে বন্দিজীবন শেষে ১৯৭২ সালের এই দিনে জাতির পিতা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেও প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই বিজয়ের পূর্ণতা লাভ করে। অবিস্মরণীয় এ দিনে আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। এ বছর বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসটি আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। দেশের জনগণ জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে টানা তৃতীয়বারের জন্য সরকার পরিচালনার সার্বিক অর্পণ করেছেন। নির্বাচনের এ রায় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তাদের গভীর আস্থা ও অকৃত্রিম ভালোবাসারই প্রতিফলন।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতির পিতার অবদান ছিল অতুলনীয়। ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবিতে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বসহ ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ৬-দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালে সামরিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় সবই হয়েছিল তাঁর নেতৃত্বে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বাঙালির স্বপ্নপুরুষ, স্বাধীন বাংলার রূপকার। ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতা হস্তান্তরে অনীহার কারণে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার মুক্তিকামী মানুষ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণে প্রকারান্তরে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। বজ্রকণ্ঠে তাঁর উচ্চারণ, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তান হানাদারবাহিনী বাঙালি নিধনযজ্ঞের নীলনকশা 'অপারেশন সার্চলাইট' এর মাধ্যমে গণহত্যা শুরু করে। এ প্রেক্ষাপটে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন এবং সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দেন। চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। এর পরই পাকিস্তানি জান্তারা বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাসা থেকে গ্রেফতার করে এবং জনশূন্য পশ্চিম পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি কারাগারে বন্দি করে রাখে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ চলতে থাকে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতি চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সদ্য স্বাধীন দেশের মাটিতে পা রেখেই বঙ্গবন্ধু আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমবেত লাখো জনতার উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র"। বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল নিখাদ ও গভীর ভালোবাসা। পাকিস্তানে বন্দিজীবনে তাঁর মর্মান্তিক যন্ত্রণা ব্যক্ত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলবো, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা"। দেশ ও জনগণের প্রতি এমন অকৃত্রিম ভালোবাসার উদাহরণ বিশ্বে বিরল।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি তাঁর আদর্শ মুছে দিতে এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব খর্ব করতে অপচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু বাঙালি বীরের জাতি। যতদিন বাংলাদেশ ও বাঙালি থাকবে ততদিন বঙ্গবন্ধু সবার অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দেশকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে নিরলস প্রয়াস চালাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন খাতে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের 'রোল মডেল' হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশ আজ সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে, ইনশাআল্লাহ।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেওয়াই হোক, এবারের বঙ্গবন্ধু 'স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে সকলের অঙ্গীকার।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো: আবদুল হামিদ

রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ এর ভাষণ

বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে বাংলাদেশকে কেউ দাবাতে পারবে না

[দীর্ঘ সাড়ে নয় মাস পাকিস্তানের কারাগারে অন্ধকারীন থাকার পর আজকের এই দিনে ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। লক্ষ লক্ষ জনতা জাতির পিতাকে দেখের মুক্তমুক্ত আকাশবাতাসের জন্যে সেদিন ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। গাছপালা থেকে তাঁর অবতরণস্থল রেসকোর্স বিমানবন্দর পর্যন্ত সেদিন ছিল যেন লোকারণ্য। প্রত্যেকের মুখে ছিল কথা বলার ছিল লোকের অফুরন্ত লোকের। বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধুর ফ্রিপ্রিন এয়ার প্রজেক্টের ফ্রাইটটি যখন ১.৪১ টায় বিমানবন্দরে অবতরণ করে তখন রেসকোর্স থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত পলিত হয়েছিল এক জনসমুদ্র যা কেবল ৭ই মার্চের তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণের দিনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তবে সাত কোটি মানুষের জীবনে সেদিনের সে মুহূর্তের অনুভূতি ছিল অনুপম্য। সেদিনের সে মুহূর্ত ছিলো জাগরণের, তবুও তাদের সেবা সেদিন বহুদূর গহ্বর থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে এসেছিলেন মুক্তবিহঙ্গ সদা স্বাধীন মুক্ত বাংলাদেশে। জাতির পিতা রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের সমাবেশে সেদিন যে আবেগাপ্লুত ভাষণ দিয়েছিলেন তা নিম্নে তুলে ধরা হলো।]

আমার বাংলাদেশের ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, সেবাজী, সৈনিক, জনগণকে, হিন্দু-মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে, তাদের আত্মার মঙ্গল কামনা করে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আপনাদের কাছে দু-এক কথা বলতে চাই। আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার বাংলার মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে। আমার বাংলা স্বাধীন থাকবে। আমি আজ বক্তৃতা করতে পারব না। বাংলার ছেলেরা, বাংলার মায়েরা, বাংলার কৃষক, বাংলার শ্রমিক, বাংলার বুদ্ধিজীবী তারা সংগ্রাম করেছে, আমি কারাগারে বন্দি ছিলাম, ফাঁসির আসামি হিসাবে আমি আজ কথা বলব না। আমার আজ ছুটি দিয়েছে, কিন্তু আমি জানতাম আমার বাঙালিকে কেউ দাবাতে পারবে না। আমার বাংলার মানুষ স্বাধীন হবেই। আমি আমার সেই তাজের যারা আত্মাহুতি দিয়েছে, শহিদ হয়েছে তাদের আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। আজ প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোককে মেরে ফেলে দেয়া হয়েছে বাংলায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এত প্রথম মহাযুদ্ধের এত লোক, এত সাংবাদ বাসিন্দা যুদ্ধরাজ্যে কত নাই, গণিত হয় নাই। যা আমার এই লাখ লোকের বাংলাদেশে হয়েছে। আমি জানতাম না আপনাদের কাছে আমি কিভাবে আসব। তাই খালি একটা কথা বলেছিলাম। তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলে দাও আমার আপত্তি নাই। মৃত্যুর পরে আমার লাশটা আমার বাঙালির কাছে দিয়ে দিও। এই একটা অনুরোধ তোমাদের কাছে।

আমি বোবাকরকার জানাই ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। যারা জানতে চান, আমি বলে দিবার চাই, আসার সময় সিমিটের প্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে সাথে করে আসলাম। আমার বাংলার মানুষ ভারতবর্ষের জনগণকে। আমি মোবারকবাদ জানাই ভারতবর্ষের জনগণকে। আমি মোবারকবাদ জানাই ভারতবর্ষের সাহসিক বাহিনীকে। আমি মোবারকবাদ জানাই ভারতের জনগণকে। আমি মোবারকবাদ জানাই ফ্রান্সি, জার্মানি, ক্রাস সব জায়গায় যে গরমিনেন্ট জনসাধারণ আছে, তাদের আমি মোবারকবাদ জানাই যারা আমাদের সমর্থন করেছে। আমি মোবারকবাদ জানাই আমেরিকার জনসাধারণকে। আমি মোবারকবাদ জানাই দুনিয়ার মজলুম জনসাধারণকে যারা আমার এই মুক্তিসংগ্রামকে সাহায্য করেছে। আমার বলার কথা, এক কোটি লোক এই বাংলাদেশের থেকে ফলাতীয় ছেড়ে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারতের জনসাধারণ, নিংসন্দ ইন্দিরা গান্ধী তাদের আমার নিয়েছে। তাদেরকে মোবারকবাদ জানাতে পারি নাই। যারা অন্নরা সাহায্য করেছে তাদেরকেও মোবারকবাদ দিয়ে হয়।

তবে মনে রাখা উচিত বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে। বাংলাদেশকে কেউ দাবাতে পারবে না। বাংলার মধ্যে ষড়যন্ত্র করে লাভ নাই। আমি বলেছিলাম যাবার আগেও, বাঙালি একবার তোমাদের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, একবার তোমাদের সংগ্রামের মুক্তির সংগ্রাম, তোমরা যা করেছ। আমি বলেছিলাম যত ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমরা ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলে সংগ্রাম করেছো। আমি আমার সহকর্মীদের মোবারকবাদ জানাই। আমার বহু ভাই, আমার বন্ধুবর্গী, আমার বহু মা-বোন, আমার বহু ভাই, আর দুনিয়ার নাই। তাদের আমি দেখব না। আমি আজ বাংলার মানুষকে দেখলাম, বাংলার মাটিকে দেখলাম, বাংলার আকাশকে দেখলাম, বাংলার আবহাওয়া অনুভব করলাম। বন্ধুরাজ আমি বলেছি আমি বলেছি আমার তোমরা বড় ভালোবেসেছি। তোমরা তার জন্যই আমাকে ফেরে নিয়ে এসেছে।

আমি আশা করি দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে আমার আবেদন যে আমার রাজ্য নাই, আমার ঘাট নাই, আমার জনগণের ধারার নাই, আমার মানুষ পুরুষার, সর্বহারা, আমার মানুষ শুধার ছিনাটী, তোমরা আমার মানুষকে সাহায্য কর। মানবতার খাতিরে আমি তোমাদের কাছে সাহায্য চাই। দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে আমি সাহায্য চাই। আমার বাংলাদেশকে তোমরা রিকগনাইজ কর, জাতিসঙ্ঘের তুলে নেও। নিজে হবে। উপায় নাই, নিজে হবে। আমি, আমার হায় মানবের, আমার হায় মানবের জাতি না। কবিকুল রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সাত কোটি সন্তানেরে যে বঙ্গ জননী, রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করনি। কবিকুল তোমার কথা মিথ্যাকথা, প্রমাণ হয়ে গেছে। আমরা বাঙালি আজ মানুষ। আমার বাঙালি নেপিয়ে নিয়েছে, দুনিয়ার ইতিহাসে স্বাধীনতার সংগ্রামে এত লোক আত্মাহুতি, প্রকাশের জন্য দেয় নাই। তবে আমি বলি, আমরা ধারণা রাখতে পারবো না।

আজ থেকে আমার অনুরোধ, আজ থেকে আমার অনুরোধ, আজ থেকে আমার অনুরোধ, আমি বিশেষে, নেতা নেতা নয়, রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়। আমি তোমাদের ভাই, তোমরা আমার ভাই। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা জান্নাত না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার দুঃখ শ্রেণি আছে তারা সবাই না পায় যা কাজ না পায়। মুক্তিবাহিনী, ছাত্রলীগ, কর্মীবাহিনী তোমাদের মোবারকবাদ জানাই। তোমরা লেবিনা হয়েছো, তোমরা কথা দিয়েছো, তবে কথা যাচ্ছ নাই। কথা কথা যাচ্ছ নাই।

একটা কথা, আমার দেশে বাঙালা যেন আর হাঁড়ি-ডাকাতি না হয়। বাংলায় যেন আর শুটিকাজ না হয়। বাংলায় যে লোকেরা আছে, জনাদেশের লোক, পশ্চিম পাকিস্তানের লোক, বাংলায় কথা বলে না। আজও বলছি তোমরা বাঙালির হয়ে যাও। আর আমি আমার ভাইদের কলিং, ভাদের উপর হাত তুলো না। আমরা মানুষ, মানুষ ভালোবাসি। তবে কারা লাগানি করেছে, যারা আমার লোকদের ঘরে ঢুকে হত্যা করেছে, তাদের বিচার হবে এবং শাস্তি হবে। বিচারের দায়িত্ব বাংলার স্বাধীন সরকারের হাতে ছেড়ে দেন। একজনকেও ক্ষমা করা হবে না। তবে আমি চাই স্বাধীন দেশে স্বাধীন নাগরিকের মতো স্বাধীন আসামাত্রর বিচার হতে হলেও শক্তি হবে। আমি দেখায় নিবেদ চাই দুনিয়ার কাছে যে, শক্তিশালি বাঙালি হক দিতে জানে, শক্তিশালি বাঙালি শক্তি বজায় রাখতেও জানে।

আমার আপনারা দেখেছেন, আমি আশছি। জানবেন না আমার ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে। আমার দেশের পাশে আমার জন্য কবর খোঁড়া হয়েছিল। আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম, বলেছিলাম, আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান, একবার মরে মুইবার মরে না। আমি বলেছিলাম, আমার মৃত্যু অইলে গাছে ফাঁসি, আমি ফাসতে হানতে যাব, আমার বাঙালি জাতিকে অপমান করে যাব না, তোমাদের কাছে কথা চাইব না এবং আমার মরণ হলে যাব, জয় বাংলা, স্বাধীন বাংলা, বাঙালি আমার জাতি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলার মাটি আমার স্বপ্ন।

জাইরোরা আমার, যখনই কাজ পড়ে এসেছি, আমার ডাইকেন করেছ, আমার মায়ের কাছে, আমার বোনদের কাছে, বাংলা আমার 'স্বাধীন, বাংলার মানুষ আজ আমরা স্বাধীন।

আমি পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইদের বলি, তোমরা সুখে থাকো। তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের ঘৃণা নাই। তোমাদের আমরা শ্রদ্ধা করেছি চেষ্টা করব। তোমাদের সামরিকবাহিনীর লোকেরা যা করেছে, আমার মা-বোনের উপর যেন করেছে। আমার ৩০ লক্ষ লোককে মেরে ফেলে দিয়েছে। যাও সুখে থাকো। তোমরা সুখে থাকো। তোমাদের সঙ্গে আমার স্বাধীন থাকি। তোমাদের সঙ্গে আমার স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বন্ধুত্ব হতে পারে তাহলেই বন্ধুত্ব হতে পারে না। তবে যারা অন্যায়কারে অন্যায় করেছে তাদের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা করা হয় নাই। কক নড় কাপুরুষ যে নিরপরাধ মানুষকে এইভাবে হত্যা করা যায় নাই। কক নড় কাপুরুষ যে নিরপরাধ মানুষকে এইভাবে হত্যা করা হয় নাই। আর তারা বলে কি আমরা পাকিস্তানের মুসলমান সাংস্কৃতিকবাহিনী। ঘৃণা করা উচিত। তারা উচিত দুনিয়ার মধ্যে ইসলামিপ্রজাত পরে এই বাংলাদেশই দ্বিতীয় জান মুসলিম কাস্ট্রি। মুসলমান সংখ্যার বেশি দ্বিতীয় স্থান। আর ইন্ডিয়া তৃতীয় স্থান, আর পশ্চিম পাকিস্তান চতুর্থ স্থান। আমরা মুসলমান। মুসলমান না-বোনেরা রেপ করা।

আমরা মুসলমান। আমার রাষ্ট্রে এই বাংলাদেশে হবে সমান্তরাল ব্যবস্থা। এই বাংলাদেশে হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। যারা জানতে চান, আমি বলে দিবার চাই, আসার সময় সিমিটের প্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেশের আলোচনা হয়েছে। আমি আপনাদের বলতে পারি যে আমি জানি তাকে। ঘাঁটে আমি প্রস্তুত করি। সে পত্রিক নেহেরুর কন্যা, সে মহিলাদ নেহেরুর হেলের মেয়ে। তাঁরা রাজনীতি করেছে, ভাগ্য করেছে। তাঁরা আজকে সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে। যেদিন আমি বলব, সেইদিন ভারতের সৈন্য বাংলার মাটি ছেড়ে চলে যাবে। এবং তিনি আজে কিছু কিছু সরায় নিয়েছে। তবে যে সাহায্য করেছেন, আমি আমার সাত কোটী দুঃখী বাঙালির পক্ষ থেকে ইন্দিরা গান্ধীকে, তাঁর সরকারকে, ভারতের জনসাধারণকে মোবারকবাদ জানাই। ভারতের অভ্যন্তর থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। ব্যক্তিগতভাবে এমন কোনো শত্রুতাবান নাই যার কাছে তিনি আসিল করেন নাই যে যেন মুক্তিফৌজে ছেড়ে দাও। তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রের কাছে বলেছেন, তোমরা ইন্ডিয়ায় যাবতে পল পেশ মুক্তিফৌজে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। একটা রাষ্ট্রনৈতিক সর্বাধিকার করার জন্য।

এক কোটী লোক মাতৃভূমি ত্যাগ করে অন্য দেশে চলে গেছে। এমন অসংক লোক আছে যেখানে লোকসংখ্যা ১০ লাখ, ১৫ লাখ, ২০ লাখ, ৩০ লাখ, ৪০ লাখ, ৫০ লাখ। পাকবা ৬০টা রাষ্ট্র আছে যার জনসংখ্যা এক কোটির কম। আর আমার বাংলা থেকে এক কোটী লোক মাতৃভূমি ত্যাগ করে অন্য দেশে চলে গেছে। কত সম্পদের ক্ষয় হয়েছে অবস্থার যারা গেছে। কত সা খেয়ে না খেয়ে কষ্ট পেয়েছে।

কত ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে এই পাকিস্তান সেনা। কত্তা কর তাদের জন্য কাজ। আজ আমার কারও বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নেই। একটা মানুষকে তোমরা কিছু বলোনা। অন্যায় যে করেছে তাকে সাজা দেব। আইনানুগভাবে তোমাদের হাতে দিয় দা।

মুক্তিবাহিনীর যুবকরা, তোমরা আমার সালাম গ্রহণ কর। ছাত্রসমাজ, তোমরা আমার সালাম গ্রহণ কর। শ্রমিক সমাজ, তোমরা আমার সালাম গ্রহণ কর। কৃষক সমাজ, তোমরা আমার সালাম গ্রহণ কর। হিন্দু-মুসলমান আমার সালাম গ্রহণ কর। আর আমার যে কর্মচারীরা, যে পুলিশ, যে ইপিআর, যাদের উপর সেনিকদাম চালিয়ে দেয়া হয়েছে। যারা মা-বোন ভাগ্য করে পালিয়ে গিয়েছে। তার ইতোকেও তোমরাও কর কুর্নিস্টোলা নিয়ে আসছ হয়েছে তোমাদের সলকে আমি সালাম জানাই, তোমাদের সকলকে আমি শ্রদ্ধা জানাই।

নতুন করে গড়ে উঠবে এই বাংলা। বাংলার মানুষ হাসবে, বাংলার মানুষ খেলবে, বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে, বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাবে, এই আমার জীবনের সাধনা, এই আমার জীবনের সাধনা, এই আমার জীবনের সাধনা, যারা আমার, দেশ এই দেশে এই ঠিকা করেই মরতে পারি। এই দেশে এই আশীর্বাদ আপনারা আমাকে করবেন। এই আমা যদে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় চেয়ার চাই। আমার সহকর্মীদের সকলকে আমি কাতরাব জানাই, যারা আমার, যারাদের আমি যে কথা বলে দেছিলাম তারা সবগুলি একাদের আছে, তারা একজন একজন করে যা বলার করে নিয়েছে যে না মুক্তির জাই বলে গেছে তোমরা সংগ্রাম কর, তোমরা স্বাধীন কর, তোমরা জান যাও, রাস্তার আমুমাক মুক্ত কর, আমার জন্য চিন্তা কর না, আমি চলনাম, যদি কিতে আসি আমি জাতি কিতে আসতে পারবো না, কিন্তু আল্লাহ আছে, তাই আজ আপনাদের কাছে নিতে এসেছি। তোমাদের আমি, আমার সহকর্মীরা, তোমাদের আমি মোবারকবাদ জানাই। আমি জানি কী ভাই তোমরা করেছো। আমি কারাগারে বন্দি ছিলাম, মরমনা পর্বত আমাকে কাগজ দেয়া হয় নাই।

আমার বাংলাদেশের ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, সেবাজী, সৈনিক, জনগণকে, হিন্দু-মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে, তাদের আত্মার মঙ্গল কামনা করে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আপনাদের কাছে দু-এক কথা বলতে চাই। আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার বাংলার মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে। আমার বাংলা স্বাধীন থাকবে। আমি আজ বক্তৃতা করতে পারব না। বাংলার ছেলেরা, বাংলার মায়েরা, বাংলার কৃষক, বাংলার শ্রমিক, বাংলার বুদ্ধিজীবী তারা সংগ্রাম করেছে, আমি কারাগারে বন্দি ছিলাম, ফাঁসির আসামি হিসাবে আমি আজ কথা বলব না। আমার আজ ছুটি দিয়েছে, কিন্তু আমি জানতাম আমার বাঙালিকে কেউ দাবাতে পারবে না। আমার বাংলার মানুষ স্বাধীন হবেই। আমি আমার সেই তাজের যারা আত্মাহুতি দিয়েছে, শহিদ হয়েছে তাদের আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। আজ প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোককে মেরে ফেলে দেয়া হয়েছে বাংলায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এত প্রথম মহাযুদ্ধের এত লোক, এত সাংবাদ বাসিন্দা যুদ্ধরাজ্যে কত নাই, গণিত হয় নাই। যা আমার এই লাখ লোকের বাংলাদেশে হয়েছে। আমি জানতাম না আপনাদের কাছে আমি কিভাবে আসব। তাই খালি একটা কথা বলেছিলাম। তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলে দাও আমার আপত্তি নাই। মৃত্যুর পরে আমার লাশটা আমার বাঙালির কাছে দিয়ে দিও। এই একটা অনুরোধ তোমাদের কাছে।

আমি মোবারকবাদ জানাই ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। যারা জানতে চান, আমি বলে দিবার চাই, আসার সময় সিমিটের প্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে সাথে করে আসলাম। আমার বাংলার মানুষ ভারতবর্ষের জনগণকে। আমি মোবারকবাদ জানাই ভারতবর্ষের সাহসিক বাহিনীকে। আমি মোবারকবাদ জানাই ভারতের জনগণকে। আমি মোবারকবাদ জানাই ফ্রান্সি, জার্মানি, ক্রাস সব জায়গায় যে গরমিনেন্ট জনসাধারণ আছে, তাদের আমি মোবারকবাদ জানাই যারা আমাদের সমর্থন করেছে। আমি মোবারকবাদ জানাই আমেরিকার জনসাধারণকে। আমি মোবারকবাদ জানাই দুনিয়ার মজলুম জনসাধারণকে যারা আমার এই মুক্তিসংগ্রামকে সাহায্য করেছে। আমার বলার কথা, এক কোটী লোক এই বাংলাদেশের থেকে অন্যান্যি ছেড়ে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারতের জনসাধারণ, নিংসন্দ ইন্দিরা গান্ধী তাদের আমার নিয়েছে। তাদেরকে মোবারকবাদ জানাতে পারি নাই। যারা অন্নরা সাহায্য করেছে তাদেরকেও মোবারকবাদ দিয়ে হয়।

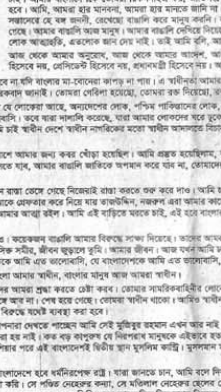

তবে মনে রাখা উচিত বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে। বাংলাদেশকে কেউ দাবাতে পারবে না। বাংলার মধ্যে ষড়যন্ত্র করে লাভ নাই। আমি বলেছিলাম যাবার আগেও, বাঙালি একবার তোমাদের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, একবার তোমাদের সংগ্রামের মুক্তির সংগ্রাম, তোমরা যা করেছ। আমি বলেছিলাম যত ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমরা ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলে সংগ্রাম করেছো। আমি আমার সহকর্মীদের মোবারকবাদ জানাই। আমার বহু ভাই, আমার বন্ধুবর্গী, আমার বহু মা-বোন, আমার বহু ভাই, আর দুনিয়ার নাই। তাদের আমি দেখব না। আমি আজ বাংলার মানুষকে দেখলাম, বাংলার মাটিকে দেখলাম, বাংলার আকাশকে দেখলাম, বাংলার আবহাওয়া অনুভব করলাম। বন্ধুরাজ আমি বলেছি আমি বলেছি আমার তোমরা বড় ভালোবেসেছি। তোমরা তার জন্যই আমাকে ফেরে নিয়ে এসেছে।

আমি আশা করি দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে আমার আবেদন যে আমার রাজ্য নাই, আমার ঘাট নাই, আমার জনগণের ধারার নাই, আমার মানুষ পুরুষার, সর্বহারা, আমার মানুষ শুধার ছিনাটী, তোমরা আমার মানুষকে সাহায্য কর। মানবতার খাতিরে আমি তোমাদের কাছে সাহায্য চাই। দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে আমি সাহায্য চাই। আমার বাংলাদেশকে তোমরা রিকগনাইজ কর, জাতিসঙ্ঘের তুলে নেও। নিজে হবে। উপায় নাই, নিজে হবে। আমি, আমার হায় মানবের, আমার হায় মানবের জাতি না। কবিকুল রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সাত কোটি সন্তানেরে যে বঙ্গ জননী, রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করনি। কবিকুল তোমার কথা মিথ্যাকথা, প্রমাণ হয়ে গেছে। আমার বাঙালি আজ মানুষ। আমার বাঙালি নেপিয়ে নিয়েছে, দুনিয়ার ইতিহাসে স্বাধীনতার সংগ্রামে এত লোক আত্মাহুতি, প্রকাশের জন্য দেয় নাই। তবে আমি বলি, আমরা ধারণা রাখতে পারবো না।

আজ থেকে আমার অনুরোধ, আজ থেকে আমার অনুরোধ, আজ থেকে আমার অনুরোধ, আমি বিশেষে, নেতা নেতা নয়, রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়। আমি তোমাদের ভাই, তোমরা আমার ভাই। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা জান্নাত না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার দুঃখ শ্রেণি আছে তারা সবাই না পায় যা কাজ না পায়। মুক্তিবাহিনী, ছাত্রলীগ, কর্মীবাহিনী তোমাদের মোবারকবাদ জানাই। তোমরা লেবিনা হয়েছো, তোমরা কথা দিয়েছো, তবে কথা যাচ্ছ নাই। কথা কথা যাচ্ছ নাই।

একটা কথা, আমার দেশে বাঙালা যেন আর হাঁড়ি-ডাকাতি না হয়। বাংলায় যেন আর শুটিকাজ না হয়। বাংলায় যে লোকেরা আছে, জনাদেশের লোক, পশ্চিম পাকিস্তানের লোক, বাংলায় কথা বলে না। আজও বলছি তোমরা বাঙালির হয়ে যাও। আর আমি আমার ভাইদের কলিং, ভাদের উপর হাত তুলো না। আমরা মানুষ, মানুষ ভালোবাসি। তবে কারা লাগানি করেছে, যারা আমার লোকদের ঘরে ঢুকে হত্যা করেছে, তাদের বিচার হবে এবং শাস্তি হবে। বিচারের দায়িত্ব বাংলার স্বাধীন সরকারের হাতে ছেড়ে দেন। একজনকেও ক্ষমা করা হবে না। তবে আমি চাই স্বাধীন দেশে স্বাধীন নাগরিকের মতো স্বাধীন আসামাত্রর বিচার হতে হলেও শক্তি হবে। আমি দেখায় নিবেদ চাই দুনিয়ার কাছে যে, শক্তিশালি বাঙালি হক দিতে জানে, শক্তিশালি বাঙালি শক্তি বজায় রাখতেও জানে।

আমার আপনারা দেখেছেন, আমি আশছি। জানবেন না আমার ফাঁসির